ওড়াকান্দী হ'ল হরিঠাকুর প্রচার।
আসা-যাওয়া করে প্রভু রাউৎখামার।।
এ দেশ এ গ্রাম সব ধন্য হইয়াছে।
আমিও যাইব সেই ঠাকুরের কাছে।।
গোলোক মাতিল আর মাতিল বদন।
নারিকেলবাড়ী ধন্য তা'দের কারণ।।
ঠাকুর পাইয়া হ'ল জগতে আনন্দ।
মাতিয়াছে দশরথ আর মহানন্দ।।
ইহা দেখি দ্রবীভূত নহে মম মন।
যেমন মানুষ আমি হ'য়েছে তেমন।।
জ্ঞান হয় ওড়াকান্দী স্বয়ং অবতার।
তিনি বিনে পতিতের বন্ধু নাই আর।।
রাউৎখামার হ'ল প্রেমের বাজার।
প্রেমের পাথারে সবে দিয়াছে সাঁতার।।
ওড়াকান্দী হ'তে প্রেমবন্যা উথলিল।
আমি বিনে জগতের সকলে ডুবিল।।
মরিলে ঠাকুর দেখে পরকাল পা'ব।
শেষে বিষ খেয়ে আমি আত্মঘাতী হ'ব।।"
বিষ কিনে লইলেন কাপড়ে বাঁধিয়া।
'এ বিষ খাইব ঠাকুরের কাছে গিয়া।।'
বিষ ল'য়ে ওড়াকান্দী উপনীত হ'ল।
প্রভুর নিকটে গিয়া কাতরে বসিল।।
প্রভু বলে "মৃত্যুঞ্জয়! এলি ওড়াকান্দী।
পরিধান কাপড়েতে কি আনিলি বাঁন্ধি"।।
অমনি বিস্ময়ান্বিত হৈ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
মুখ পানে চেয়ে র'ল কথা নাহি কয়।।
বসন টানিয়া প্রভু বিষ খসাইল।
বাহির করিয়া নিজে বিষ পান কৈল।।
'এলি এই বিষ খেয়ে মরিবার তরে।
ওড়াকান্দী এসে কিরে বিষে লোক মরে।।
এই বিষ খেয়ে বাছা মরিতে কি তুমি?
এই তো খেলাম বিষ মরি তো না আমি।'
মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
ফাঁকি দিয়া বেণে বেটা বিষ নাহি দিল।।
বিষ না দিয়া বণিক দিয়াছে সে কুড়।
বিষ নহে এতে কেন মরিবে ঠাকুর।।
পুনঃভাবে এই বিষে ঠাকুর মরিলে।
প্রহ্লাদ ম'ল না কেন অগ্নি বিষানলে।।
বিষ পানে মরিল না ভোলা বিশ্বনাথ।
কালীয় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে কৈল দন্তাঘাত।।
হইলে সামান্য লোক হইত নিপাত।
নিশ্চয় বুঝিনু ইনি প্রভু জগন্নাথ।।
বিষপানে মরিতেন মানব হইলে।
আমার মনের কথা কেমন জানিলে।।
আমি যে এনেছি বিষ গোপন করিয়া।
কেহ নাহি জানে আনি কাপড়ে বাঁধিয়া।।
গোপনে রেখেছি কিসে পাইল সন্ধান।
অন্তর্য্যামী ইনি তো স্বয়ং ভগবান।।
প্রভু কয় মৃত্যুঞ্জয়! শুন রে বচন।
বিষ খেয়ে মরে যে সে মানুষ কেমন!
নিজ দেহ প্রতি যার দয়ামায়া নাই!
সে ভালবাসিবে পরে বিশ্বাস না পাই।।'
মৃত্যুঞ্জয় কহে প্রভু তোমার সাক্ষাতে।
মরিব বিষের বিষে ভয় কি তাহাতে!'
প্রভু বলে "যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।
মরিলি তো ভাল ক'রে মর মোর কাছে।।"
পড়ে পদে মনোখেদে বলে মৃত্যুঞ্জয়।
'দোষ ক্ষমা করি প্রভু রাখ রাঙ্গা পায়।।
দীন দয়াময় দয়া কর একবার।
আমিও তোমার প্রভু এ দেহ তোমার।।'
প্রভু বলে 'যদি মোরে দেহ দিলি ধরি।
ব্যাধি মুক্ত হ'ল, তুই বল্ হরি হরি।।
শ্রীনাথ শ্রীমুখবাক্য যখন বলিল।
ব্যাধি মুক্ত মৃত্যুঞ্জয় নাচিতে লাগিল।।